মজুদ বৃদ্ধি (STOCK ENHANCEMENT)

মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ, পুনঃমজুদ, এবং মৎস্য বিধি-বিধানের একত্র বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্বিকভাবে মৎস্য মজুদ বাড়ানো এবং টেকসই মৎস্য উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।ছোট প্রজাতির অনেক মাছই বর্ষা মৌসুমের শুরুতে বংশ বিস্তার করে এবং বন্যাপ্লাবিত নদী ও চরাঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এসকল নদী ও চরাঞ্চলগুলোর সংযোগ পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে ছোট ও পোনা মাছের চলাচল ও বিস্তার নিশ্চিত করা জরুরী।

শীত মৌসুমে পানির স্তর নেমে গেলে বড় মাছগুলো স্থায়ী জলাশয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পরবর্তী মৌসুমের জন্য পোনার মজুদ টিকিয়ে রাখতে এ ধরনের কিছু এলাকাকে অভয়স্থল হিসাবে ঘোষণা দিয়ে সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার আওতায় আনা জরুরী। এসকল অভয়স্থলের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও মাছ ধরা প্রতিরোধে জনসমাজের অংশগ্রহণ এবং সরকারী সহায়তা আবশ্যক।

নীতিগত সুপারিশসমূহ

জলাভূমি অঞ্চলগুলোতে ছোট জাতের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরী। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিশেষত মৎস্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট যৌথভাবে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্মিলিত নীতিগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো বিবেচনা করতে পারে:

- জলাভূমিগুলোতে মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থলের সম্প্রসারণ ও পুনরুদ্ধার
- জলাভূমি এলাকাগুলোতে মলা ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ছোট জাতের অন্যান্য মাছের মজুদ বৃদ্ধি
- ছোট মাছ ও পোনা মাছের জন্য নদী থেকে চরাঞ্চলে বা উল্টোভাবে চরাঞ্চল থেকে নদীতে চলাচলের সংযোগ পথগুলো পুনরুদ্ধার এবং মৎস্য চলাচল সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ
- জনসমাজ ভিত্তিক পন্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলাভূমিতে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থায়ন ও সহায়তা প্রদান
- অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ মাছের প্রজাতি নির্ণয়পূর্বক সেগুলোর মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যেজীববিজ্ঞান ও ছোট প্রজাতির মাছেপুষ্টির গঠন সংক্রান্ত গবেষণায় অর্থ সহায়তা পদ্মান।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই তথ্যপত্রটি সাউথ এশিয়া ফুড এ্যান্ড নিউট্রিশন সিকিওরিটি ইনিশিয়েটিভ (SAFANSI)-এর অর্থ সহায়তায় প্রণীত হয়েছে। একটি বহুদেশীয় ট্রাস্ট তহবিল হিসাবে সাফান্‌সি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ব ব্যাংক, ডিএফআইডি এবং অসএইড-এর যৌথ প্রয়াসে। সাফান্‌সি সহায়তা পাচ্ছেঅসএইড ও ইউকেএইড উভয় সংস্থার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন দপ্তর থেকে। এখানে প্রকাশিত মতামত উক্ত সংস্থা ও দপ্তরগুলোর অনুষ্ঠানিক নীতিমালার সঙ্গে নাও মিলতে পারে।

With communities, changing lives

This publication should be cited as: Thilsted, S.H., Wahab, M.A. (2014). Increased production of small fish in wetlands combats micronutrient deficiencies in Bangladesh. CGIAR Research Program on Aquatic Agricultural Systems. Penang, Malaysia. Policy Brief: AAS-2014-10.

The CGIAR Research Program on Aquatic Agricultural Systems is a multi-year research initiative launched in July 2011. It is designed to pursue community-based approaches to agricultural research and development that target the poorest and most vulnerable rural households in aquatic agricultural systems. Led by WorldFish, a member of the CGIAR Consortium, the program is partnering with diverse organizations working at local, national and global levels to help achieve impacts at scale. For more information, visit aas.cgiar.org.

© 2014. WorldFish. All rights reserved. This publication may be reproduced without the permission of, but with acknowledgement to, WorldFish.

Contact Details:
WorldFish
House 22 B, Road 7, Block F, Banani Dhaka 1213, Bangladesh
www.worldfishcenter.org

Photo credits: Front cover, Finn Thilsted.

Led by

RESEARCH PROGRAM ON Aquatic Agricultural Systems

CGIAR

WorldFish

বাংলাদেশে অণুপুষ্টির অভাব প্রতিরোধে জলাভূমিতে ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি

RESEARCH PROGRAM ON Aquatic Agricultural Systems

CGIAR

সার-সংক্ষেপ

মলা ও অন্যান্য ছোট জাতের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন এগুলোর মজুদ বাড়ানো এবং প্রাকৃতিক জলাভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনা। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেএর ব্যবহারও বাড়বে এবং পুষ্টিগত সুফল আসবে। বিশেষত অণুপুষ্টির ব্যাপক অভাব'সহ অপুষ্টির শিকার নারী ও ছোট শিশুরা এ থেকে উপকৃত হবে।মলা ও গোটা খাওয়া হয় এমন ছোট জাতের মাছভিটামিন ও খনিজ উপকরণে ভরপুর। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের জলাভূমি অঞ্চলগুলোতে মৎস্য উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য কমে এসেছে। ভবিষ্যতে ছোট জাতের মাছের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে প্রয়োজন জলাভূমি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং এর জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলেরবিস্তীর্ণ জলাভূমি থেকে সংগৃহীত ছোট মাছের ব্যবহার এদেশের জাতীয় সংস্কৃতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।ঐতিহ্যগতভাবেই ভাতের সাথে ছোট মাছ এখানকার মানুষের খুবই সাধারণ খাবার।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের জলাভূমিগুলোতে মাছ ধরার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য কমে গেছে। এর পেছনের কারণ হলো-মাছের প্রজাতি ও প্রাকৃতিক জলাভূমির বিষয়ক নানাবিধপ্রতিবন্ধকতা, যেমন- পলিপড়া, বাধ নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচকাজের জন্য খাল খনন। ফলে নদী ও চরাঞ্চলের মধ্যে মাছেদের আসা যাওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি হয়।অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে- জলাভূমিকে কৃষিভূমিতে রূপান্তর, ধানক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহার, অতিরিক্ত মাছ ধরা, মাছ ধরার জন্য ক্ষতিকর উপকরণ ব্যবহার এবং আবাসিক এলাকা ও রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য জলাভূমি ভরাট করা ইত্যাদি।

সাধারণত বর্ষা মৌসুমে ধরা এই ছোট মাছগুলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য আয় ও পুষ্টিকর খাদ্যেরগুরুত্বপূর্ণ উৎস। ছোট জাতের মাছগুলো বিশেষত মলা *(Amblypharyngodon mola)*, দারকিনা *(Esomus danricus)* এবং ঢেলা *(Ostreobrama cotio cotio)* মাছ, বড় মাছ বা কার্প মাছের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ। গোটা খাওয়া হয় (মাথা, কাঁটা ও ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ'সহ) এমন ছোট মাছ বিশেষভাবেই অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ। তাছাড়া মাছ খেলে শরীরে অন্যান্য খাবারের অণুপুষ্টি গ্রহণও সহজ হয়।